শিক্ষার মান উন্নয়নে আমি টাকা পাব কোথায়?

মাজহারুল ইসলাম, গাজীপুর

প্রকাশিত: ০১:৪০, ২৯ অক্টোবর ২০২৫

ছবি: জনকণ্ঠ

শিক্ষার মান উন্নয়নে আমি টাকা পাব কোথায়?—এমন প্রশ্ন তুলেছেন দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। তিনি বলেন, সরকার থেকে সরাসরি কোনো অর্থ সহায়তা না পেয়েও বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সেবা দিচ্ছে। অথচ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে সরকারের বার্ষিক ব্যয় দুই থেকে তিন লাখ টাকা, তুলনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীপ্রতি বরাদ্দ মাত্র ৭৬৫ টাকা—তাও বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি পায় না।

ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রায় আড়াই হাজার কলেজের দুই-তৃতীয়াংশই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যারা শুধুমাত্র এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সীমিত বেতনভাতা পায়। এই টাকায় মানসম্মত শিক্ষা চালানো সম্ভব নয়। বেসরকারি কলেজের জন্য সরকারের কোনো বাজেট নেই। তাহলে তারা টাকা পাবে কোথায়?

তিনি আরও উল্লেখ করেন, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতা দেখতে একজন শিক্ষক পান ১৬০ টাকা, কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া হয় মাত্র ৪৫ টাকা। শিক্ষা মানোন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বাড়াতে সরকারি সহায়তা এখন সময়ের দাবি।

বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে সামান্য ফি বাড়ালেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়, উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৫ সালের পর কোনো ফি বাড়ানো হয়নি। এখন এক রিম কাগজের দাম তিনগুণ বেড়েছে, কিন্তু আয়ের উৎস অপরিবর্তিত।

আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ‘ইকোনমিক রিফরম সামিট ২০২৫’–এর Tackling Youth Unemployment and Driving Skilled Migration সেশনে প্রফেসর আমানুল্লাহ বলেন, প্রতি বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৭ লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন, কিন্তু দক্ষতার অভাবে বেশিরভাগই বেকার। এ অবস্থার পরিবর্তনে সিলেবাস সংস্কার, আইসিটি ও ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা এবং দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রফেসর আমানুল্লাহ বলেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়া গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকা ও শিক্ষার মান ধরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিডিজবস ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম মাসরুর। বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার জিয়া হাসান, ব্রেইন-এর নির্বাহী পরিচালক ড. শফিকুর রহমান, বিল্ডনেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, এবং বিএনপি মিডিয়া সেলের মাহমুদা হাবিবা।